Indian Journal of Modern Research and Reviews

This Journal is a member of the *'Committee on Publication Ethics'*

Online ISSN: 2584-184X

Review Paper

রাষ্ট্রের প্রকৃতি সম্পর্কে কৌটিল্যের সপ্তাঙ্গ তত্ত্ব : একবিংশ শতাব্দীতে প্রাসঙ্গিকতা

সত্য বর[1*]

[1]আংশিক সময়ের শিক্ষক, ত্রিপুরাপুর হাইস্কুল, ফলতা

Corresponding Author: * সত্য বর

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.14281875

ABSTRACT

রাষ্ট্রের প্রকৃতি সম্পর্কে পাশ্চাত্য রাষ্ট্রবিজ্ঞানে ও ভারতীয় সাহিত্যে বিভিন্ন মতবাদ প্রচলিত আছে। এছাড়াও প্রাচীন ভারতীয় বিভিন্ন সাহিত্যে সপ্তাঙ্গতত্ত্ব আলোচিত হয়েছে। কিন্তু রাষ্ট্রের প্রকৃতি সম্পর্কে সর্বাপেক্ষা গ্রহণযোগ্য ও বিশদ ব্যাখ্যা পাওয়া যায় কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্র' গ্রন্থে। ৩৭৫ খ্রিঃ পূঃ কৌটিল্যের জন্ম। তিনি চন্দ্রগুপ্তের শাসন ব্যবস্থার সাথে প্রত্যক্ষভাবে জড়িয়ে ছিলেন। কৌটিল্য তাঁর অর্থশাস্ত্র গ্রন্থে রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য 'সপ্তাঙ্গ' মতবাদের উল্লেখ করেন। তাঁর সপ্তাঙ্গ তত্ত্বের সাতটি উপাদান হল - রাজা বা স্বামী মন্ত্রী বা অমাত্য, জনপদ, দুর্গ, কোষ দন্ড ও মিত্র। প্রাচীন ভারতীয় রাষ্ট্র চিন্তার ক্ষেত্রে তিনি যে সাতটি উপাদানের কথা বলেচিলেন তা কিন্তু আজও একবিংশ শতাব্দীতে রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রাসঙ্গিক। বর্তমানে একবিংশ শতাব্দীতে কৌটিল্যের সপ্তাঙ্গ তত্ত্বের মতো রাজা বা স্বামীর স্থলে রাষ্ট্রপ্রধান (প্রধানমন্ত্রী বা রাষ্ট্রপতি), মন্ত্রীর স্থলে (বিভিন্ন মন্ত্রীরা), জনপদের স্থানে জনগন ও ভূখন্ড, দুর্গের স্থানে সীমানা (বাউন্ডারি), কোষের স্থানে রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি, দন্ডের স্থানে সৈন্যবাহিনী এবং মিত্রের স্থানে বন্ধু রাষ্ট্র যা পররাষ্ট্রনীতিতে বা কূটনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসাবে পরিলক্ষিত হয়। আধুনিক বিশ্বের রাষ্ট্রগুলিকে পর্যবেক্ষন ও বিশ্লেষণ করলে কৌটিল্যের সপ্তাঙ্গ নীতি যে কতটা অর্থবহ তা পরিস্ফূটিত হবে। কৌটিল্য রাষ্ট্র পরিচালনার ও স্থায়ীত্বের জন্য সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হিসাবে রাজাকে তুলে ধরেছেন। রাজার নেতৃত্বের গুন প্রজাপালনে কর্তব্য, বিচক্ষনতা, তৎপরতা ও সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতার কথা তুলে ধরেছেন। একটি শক্তিশালী ও উন্নত রাষ্ট্রের যে উপাদান বা বৈশিষ্ট্যগুলি বর্তমানে দেখা যায়, তা পূর্বে সমৃদ্ধ আলোচনা কৌটিল্য তাঁর অর্থশাস্ত্র গ্রন্থে ইতিপূর্বে সপ্তাঙ্গ তত্ত্বের মধ্য দিয়ে রূপদান করেছেন। তাঁর চিন্তাভাবনার দৃঢ়তা-বিচক্ষনতা ও সুদূর প্রসারীতা যে আজও প্রাসঙ্গিক তা সার্বভৌম রাষ্ট্রগুলিকে দেখলেই বোঝা যায়। একটি জনকল্যাণকর, শক্তিশালী ও সঠিকভাবে রাষ্ট্রকে পরিচালনার জন্য কৌটিল্যের চিন্তাভাবনাই প্রাসঙ্গিক। আধুনিক বিশ্বে রাষ্ট্রগুলিতে রাষ্ট্রপরিচালনার জন্য যে বিষয়গুলি প্রত্যক্ষ করা যায় তার বর্ণনা কৌটিল্য অনেক আগেই দিয়েছেন। তাই রাষ্ট্রের প্রকৃতি সম্পর্কে তাঁর সু-সংবদ্ধ ব্যাখ্যা চিরস্মরনীয় হয়ে থাকবে।

Manuscript Info.

✓ **ISSN No:** 2584-184X
✓ **Received:** 27-08-2024
✓ **Accepted:** 23-11-2024
✓ **Published:** 29-11-2024
✓ **MRR:2(11):**2024;59-62
✓ **©2024, All Rights Reserved.**
✓ **Peer Review Process:** Yes
✓ **Plagiarism Checked:** Yes

How To Cite

সত্য বর. রাষ্ট্রের প্রকৃতি সম্পর্কে কৌটিল্যের সপ্তাঙ্গ তত্ত্ব : একবিংশ শতাব্দীতে প্রাসঙ্গিকতা.Indian Journal of Modern Research and Reviews: 2024;2(11):59-62.

KEYWORDS: কৌটিল্য, একবিংশ শতাব্দী, সপ্তাঙ্গ তত্ত্ব, রাষ্ট্রচিন্তা, আধুনিক বিশ্ব, প্রাসঙ্গিকতা, অর্থবহ, পরিস্ফূটিত, জনকল্যান।.

© 2024 সত্য বর. This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND). https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Discussion: রাষ্ট্রের প্রকৃতি সম্পর্কে বিভিন্ন মতবাদ রয়েছে। পাশ্চাত্য রাষ্ট্রবিজ্ঞানে[১] ভাববাদ মার্কসবাদ জৈব মতবাদ রয়েছে। আবার প্রাচীন ভারতীয় বিভিন্ন সাহিত্যে সপ্তাঙ্গ তত্ত্ব আলোচিত হয়েছে। পঞ্চম শতকে রচিত 'বিষ্ণু ধর্মোত্তর পুরাণ' নামক গ্রন্থে[৩] রাষ্ট্রের সাতটি উপাদানের কথা উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু সবগুলি থেকেই রাষ্ট্রের প্রকৃতি সম্পর্কে সঠিক সংজ্ঞা বা বিশদ ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। একমাত্র রাষ্ট্রের প্রকৃতি সম্পর্কে সর্বাপেক্ষা গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যাও বর্ণনা পাওয়া যায় কৌটিল্যের সপ্তাঙ্গ তত্ত্বে। কৌটিল্যের জন্ম খ্রিঃ পূঃ ৩৭৫ অব্দে। মৌর্য প্রশাসন ব্যবস্থার সাথে জড়িয়ে থাকবে সুবাদে প্রাচীন ভারতীয় রাষ্ট্রচিন্তা সম্পর্কে লিখিত আকারে তাঁর চিন্তা ভাবনা ও অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করেছেন যা বর্তমান ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক। প্লেটো তাঁর 'রিপাবলিক' গ্রন্থে আদর্শ গ্রীক রাষ্ট্র চিন্তার উল্লেখ করেছেন। যা ছিল সম্পূর্ণ কাল্পনিক। কিন্তু কৌটিল্যই একমাত্র চিন্তাবিদ যিনি অর্থ শাস্ত্র গ্রন্থে সপ্তাঙ্গ তত্ত্বের মাধ্যমে রাষ্ট্রচিন্তাকে অন্যমাত্রা দিয়েছেন। তাঁর চিন্তাভাবনা প্রাচীন ভারতের সাথে সাথে একবিংশ শতাব্দীতেও প্রশংসার দাবী রাখে। বর্তমানে তাঁর সপ্তাঙ্গ নীতির সঠিক প্রয়োগ হলে যেকোনো রাষ্ট্র উন্নত ও শক্তিশালী হবে। কৌটিল্য প্রণীত রাষ্ট্রের সাতটি উপাদন হলো রাজা বা স্বামী, অমাত্য বা মন্ত্রী, জনপদ, কোষ, দুর্গ, দন্ড ও মিত্র। রাষ্ট্রপরিচালনার জন্য কৌটিল্যের সাতটি উপাদান খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যা কিছু কৌটিল্য প্রাচীন ভারতীয় রাষ্ট্রচিন্তার ক্ষেত্রে তুলে ধরেছিলেন। এর থেকেই তাঁর চিন্তার সুদূর প্রসারীতা ও কার্যকারিতা লক্ষ্য করা যায়। কৌটিল্যের সপ্তাঙ্গনীতি বর্তমানে কতটা গ্রহনযোগ্য ও প্রাসঙ্গিক তার স্বরূপ পর্যায়ক্রমে আলোচনা করা হল।

স্বামী বা রাজা

প্রাচীন ভারতীয় রাষ্ট্রচিন্তার যে সাতটি উপাদানের বর্ণনা কৌটিল্য তাঁর অর্থশাস্ত্র গ্রন্থে সপ্তাঙ্গ নীতির মধ্যে দিয়েছেন তার মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ও প্রধান অঙ্গ হল রাজা। রাজাকে অন্য সব উপাদানের থেকে অধিক গুরুত্বপূর্ণ হিসাবে উপস্থাপন করার কারণ হল - রাজাকে কেন্দ্র করেই রাষ্ট্রের উত্থান-পতন হয়। রাষ্ট্রের সমাজের জনকল্যাণ সাধনের গুরুদায়িত্ব তাঁর হাতে ন্যস্ত থাকে। বর্তমানে একবিংশ শতাব্দীকে যদি আমরা সার্বভৌম স্বাধীন রাষ্ট্রের দিকে তাকাই তাহলে কৌটিল্যের সপ্তাঙ্গ নীতির পুনঃ প্রতিষ্ঠাকেই দেখতে পাবো। তাঁর রাজাকে কেন্দ্র করে রাষ্ট্রের যে চিন্তা ভাবনা তা একটি উদ্‌ধৃতির মধ্য দিয়ে তুলে ধরা হল-- "রাজা রাজ্যমিতি [২] প্রকৃতি সংক্ষেপঃ"।

একবিংশ শতাব্দীতে স্বাধীন রাষ্ট্রগুলির ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাবো কীভাবে রাষ্ট্র প্রধানরা (প্রধানমন্ত্রী বা রাষ্ট্রপতি) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়ে থাকে। রাষ্ট্র প্রধানের উপর নির্ভর করে থাকে রাষ্ট্রের ভাবমূর্তি। কৌটিল্য প্রাচীন ভারতীয় রাষ্ট্রচিন্তার ক্ষেত্রে রাজার চারটি গুনের কথা বলেছেন। গুনগুলি হল - অভিগামিক গুন[৩] , প্রজ্ঞা গুন, আত্ম সম্পৎ ও উৎসাহ গুন। এই সমস্ত গুনাবলির মধ্য দিয়েই রাজার মধ্য দৃঢ় বুদ্ধি, বিনয়শিক্ষা, বিষয় স্মরণে রাখার ক্ষমতা তৎপরতা, ইন্দ্রিয় সংযম ও বিপদে স্থিরতার মতো গুরুত্বপূর্ণ গুনগুলি পরিস্ফূটিত হয়। বর্তমান আধুনিক বিশ্বে রাষ্ট্র প্রধানদের মধ্যে এই সব গুনাবলি লক্ষ্য করা যায়। প্রত্যেকটি রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধানরা তৎপর থাকেন বিচক্ষনতা দৃঢ়তা উপযুক্ত সময়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও ইন্দ্রিয় সংযর্মে রাখতে। এই সমস্ত গুনাবলি রাষ্ট্রপ্রধানকে কৌটিল্যের রাজার মতো শক্তিশালী করে তোলে। রাষ্ট্রপ্রধানেরা জনগণের কাছ থেকে অকুণ্ঠ সমর্থন পেয়ে থাকেন। যা কিন্তু প্রাচীন ভারতীয় রাষ্ট্র চিন্তার ক্ষেত্রে কৌটিল্যের সপ্তাঙ্গ নীতির পরিপূরক।

কৌটিল্য রাজাকে প্রজাপালনকারী হতে বলেছেন। প্রজাদের তিনি পুত্র জ্ঞান মনে করবেন। এ প্রসঙ্গে কৌটিল্যের একটি উদ্‌ধৃতি উল্লেখযোগ্য --

"তান্ পিতের অনুগৃহ্নীয়াৎ"[৪]

কৌটিল্যের মতে পিতা যেমন পুত্রের মঙ্গলের জন্য সব সময় কামনা করবেন, ঠিক তেমনই রাজাও প্রজাদের কল্যাণের জন্য সর্বদা কল্যাণকর চিন্তা করবেন। বর্তমান প্রেক্ষাপটে আধুনিক রাষ্ট্রগুলিতে এই বিষয়গুলি আমরা দেখতে পাই। স্বাধীন রাষ্ট্রে প্রশাসকের স্থায়ীত্ব অস্তিত্ব সব কিছুই নির্ভর করে প্রজাকল্যাণের উপর। এ প্রসঙ্গে কৌটিল্যের একটি বিখ্যাত উক্তি হলো --

"প্রজা সুখে সুখং রাজ্ঞঃ,[৫] প্রজানাঞ্চ হিতে হিতম্ ।
নাত্ম প্রিয়ং হিমত্ রাজ্ঞঃ, প্রজানাম্ তু প্রিয়ং হিতম।।"

অর্থাৎ প্রজাদের সুখেই রাজার সুখ। তার নিজের কোন সুখ নেই। তার নিজের সুখ মঙ্গলজনক নয়। প্রজাদের যা প্রিয় তাতেই রাজার হিত বা মঙ্গল। বর্তমান আধুনিক রাষ্ট্রের ক্ষেত্রেও আমরা রাষ্ট্র প্রধানদের বিভিন্ন জনকল্যাণকর ভূমিকা নিতে দেখি। কৌটিল্য প্রাচীন ভারতে রাষ্ট্র চিন্তার ক্ষেত্রে 'যোগক্ষেম'[৬] শব্দের অবতারনা করেছেন যা আধুনিক রাষ্ট্রের জনকল্যাণকর বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত। কৌটিল্য রাজাকে ষড়রিপুর[৭] (কাম, ক্রোধ, লোভ, মদ, মোহ ও মাৎসর্য) প্রভাব থেকে দূরে থাকতে বলেছেন। আধুনিক রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে রাষ্ট্র প্রধানরা দূরে থাকে। ভালো প্রশাসক হতে গেলে অবশ্যই এই বিষয়গুলি রাষ্ট্র প্রধানদের বিবেচনার মধ্যে রাখতে হয়।

অমাত্য বা মন্ত্রী

কৌটিল্য রাষ্ট্রের দ্বিতীয় উপাদান হিসাবে অমাত্য বা মন্ত্রীর কথা বলেছেন। প্রাচীন ভারতীয় রাষ্ট্র চিন্তার ক্ষেত্রে রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য রাজার প্রধান ভরসার দিক ছিল অমাত্য বা মন্ত্রীরা। কৌটিল্য অবশ্য মন্ত্রীদের সংখ্যা ৩-৪ জন নির্দিষ্ট করেছেন। কিন্তু অমাত্য অধিক সংখ্যক নিয়োগ করার কথা বলেছেন। বর্তমান রাষ্ট্রগুলির দিকে লক্ষ্য করলে কৌটিল্যের সপ্তাঙ্গ তত্ত্ব কতটা গ্রহনযোগ্যতা তা দেখা যাবে। কৌটিল্যের সপ্তাঙ্গ তত্ত্বের মন্ত্রী স্থানে আমরা বর্তমানে ভারতের প্রেক্ষিতে 'কিচেন ক্যাবিনেট' মন্ত্রীদের কথা বলতে পারি। এই মন্ত্রীরা রাষ্ট্র প্রধানের বিশ্বাসভাজন ব্যক্তি। এই প্রসঙ্গে কৌটিল্যের 'অধ্যক্ষ প্রচার' নামক একটি সম্পূর্ণ অধ্যায়ে বলেছেন –

© 2024 সত্য বর. This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND). https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

সহায়সাধ্যং রাজত্বং চক্রমেকং [৮] ন বর্ততে।
কুর্বীত সচিবাং তস্মাৎ তেষাং চ শৃণুয়াৎ মতম্ ।

কৌটিল্যের বর্ণনা অনুযায়ী একটি রাজ্য একক ভাবে চলতে পারে না। সহায়তার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। রাজা মন্ত্রীদের নিযুক্ত করবেন এবং তাঁদের সহায়তা ও পরামর্শ নিয়ে প্রশাসন পরিচালনা করবেন। বর্তমানে একবিংশ শতাব্দীতেও কিন্তু রাষ্ট্র পরিচালনা করা প্রধান শাসকের মন্ত্রীদের সহায়তা ছাড়া সম্ভবপর নয়। বর্তমানে রাষ্ট্রপরিচালনার ক্ষেত্রে প্রশাসনের মধ্যে উচ্চপদস্থ ও অধঃস্তন আধিকারিকেরা থাকেন। মন্ত্রীরা সমস্ত কাজের নীতি নির্ধারন করবেন এবং আধিকারিকদের মাধ্যমে নীতি ও সিদ্ধান্তগুলি[৯] বাস্তবে রূপায়িত হবে। রাষ্ট্র প্রশাসনের নীতি নিধারনের সঠিক ব্যাখ্যা আজ থেকে প্রায় ২৫০০ বছর আগে কৌটিল্য তার সপ্তাঙ্গ তত্ত্বে উল্লেখ করেছেন। রাজার যেকোনো গুরুত্বপূর্ন সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য মন্ত্রীদের সাথে পরামর্শ দানের কথা উল্লেখ করে কৌটিল্য বলেছেন --

"মন্ত্র পূর্বাঃ [১০] সর্বারম্ভাঃ"

আধুনিক রাষ্ট্রগুলিতে বিশেষ করে ভারতরাষ্ট্রের ক্ষেত্রে বিষয়টি খুবই প্রাসঙ্গিক।

জনপদ

কৌটিল্যের সপ্তাঙ্গ নীতির তৃতীয় উপাদান হলো জনপদ। কৌটিল্য জনপদ বলতে জনসমষ্টি[১১] ও নির্দিষ্ট ভূ-খণ্ড উভয়কেই বুঝিয়েছেন। প্রাচীন ভারতীয় রাষ্ট্র চিন্তার ক্ষেত্রে জনপদকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসাবে তুলে ধরেছেন। বর্তমান প্রেক্ষাপটে ভারতরাষ্ট্রের জনসমষ্টি ও ভূ-খন্ডের কথা বলা যেতে পারে। শুধু ভারত নয়, যেকোনো রাষ্ট্রের ক্ষেত্রেই কৌটিল্যের সপ্তাঙ্গ তত্ত্বের ধারনা প্রাসঙ্গিক ও অর্থবহ। জনপদ ও ভূ-খণ্ড ছাড়া যে রাষ্ট্রের পরিচয় পরিস্ফূটিত হয় না, তা কিন্তু কৌটিল্য অনেক আগেই জনপদের মধ্যদিয়ে দেখিয়েছেন। কৌটিল্য তাঁর অর্থশাস্ত্র গ্রন্থের ষষ্ঠ অধিকরণে ব্যাখ্যা করেছেন যে, রাষ্ট্রের ভূ-খণ্ড পর্বত সঙ্কুল এবং মরু অঞ্চলে যুক্ত হবে না। কৌটিল্যের ব্যাখ্যা অনুযায়ী আদর্শ ভূ-খণ্ডে থাকবে উর্বর জমি বা ভূমি, গোচারণের উপযুক্ত স্থান এবং অরণ্য ও খনিজ সম্পদে ভরপুর। ভূ-খণ্ড হবে কৃষিকাজের ক্ষেত্রে সহায়ক। তিনি বলেছেন দুর্যোগের সময়ে পাশ্ববর্তী রাজ্যের প্রয়োজন মেটানোর জন্য তৎপর থাকতে হবে। আধুনিক বিশ্বে রাষ্ট্রের ভূ-খন্ডের মধ্যে উর্বর কৃষিজমি, খনিজ সম্পদ ও অরন্য সম্পদের প্রাচুর্যতা থাকলে সেই রাষ্ট্র সমৃদ্ধশালী হবে। কৌটিল্যের সপ্তাঙ্গ তত্ত্বের জনপ্রিয়তা ও অর্থবহতা একটি উদাহরণের সাহায্যে তুলে ধরা যেতে পারে। ভারতরাষ্ট্রের পাশ্ববর্তী নেপাল, ভূটান, শ্রীলঙ্কা কিংবা পাকিস্তানে প্রাকৃতিক বিপর্যয় বা বন্যা দেখা দিয়েছে। সেক্ষেত্রে ভারতরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে সহায়তা ও সাহায্য প্রদান করা হয়ে থাকে। এর মধ্য দিয়ে একবিংশ শতাব্দীতে আধুনিক রাষ্ট্রের চিন্তা-চেতনার ক্ষেত্রে কৌটিল্যের নীতি আরো আমাদের সামনে প্রাসঙ্গিক হিসাবে উপস্থাপিত হচ্ছে।

দুর্গ

কৌটিল্য তাঁর সপ্তাঙ্গ তত্ত্বে দুর্গ কথাটির উল্লেখ করেছেন। দুর্গ কথাটিকে পুর হিসাবে অভিহিত করা হয়ে থাকে। কৌটিল্যের দুর্গকে আমরা বর্তমানে সার্বভৌম স্বাধীন রাষ্ট্রের সীমানা বা বাউন্ডারিকে নির্দেশ করতে পারি। কৌটিল্য চার ধরনের দুর্গের কথা বলেছেন -- সেগুলি হল - জলদুর্গ, মরুদুর্গ[১২] অরন্যদুর্গ এবং পার্বত্য দুর্গ। অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় ভূখন্ডের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য দেখে দুর্গ নির্মাণ করা প্রয়োজন। যা কৌটিল্য প্রাচীন ভারতীয় রাষ্ট্রচিন্তার ক্ষেত্রে অনুধাবন করেছেন। একবিংশ শতাব্দীর আধুনিক বিশ্বেও রাষ্ট্রগুলি ভূখন্ডের বৈচিত্র্য অনুযায়ী রাষ্ট্রীয় সীমানাকে নির্ধারন করে থাকে, শক্তিশালী সীমানা নির্ধানের মধ্য দিয়ে রাষ্ট্র সুরক্ষিত থাকে। এই বিষয়টির মধ্য দিয়েই তাঁর তত্ত্বের প্রাসঙ্গিকতা অর্থবহ হয়ে ওঠে।

কোষ

কোষ সপ্তাঙ্গ তত্ত্বের পঞ্চম উপাদান। অর্থাৎ রাষ্ট্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। কৌটিল্যের মতে কোষের উপরেই রাষ্ট্রের সবকিছুই নির্ভরশীল। বর্তমান প্রেক্ষাপটেও দেখা যায় যে, অর্থনৈতিক ভাবে সমৃদ্ধশালী রাষ্ট্রগুলি আন্তজার্তিক স্তরে আধিপত্য বিস্তার করে চলেছে। রাষ্ট্রকে শক্তিশালী হতে হলে কোষাগারকে সমৃদ্ধশালী হওয়া প্রয়োজন। এর জন্য কৌটিল্য রাষ্ট্রকে স্বর্ণ, রৌপ্য, এবং মূল্যবান পাথর ও রত্নে সঞ্চিত থাকার কথা বলেছেন। এছাড়াও তিনি কোষাগার পরিপূর্ণ করার জন্য প্রচুর শস্য উৎপাদন, বার্ণিজ্য বহিঃশত্রুর অনাক্রমের মতো বিষয় গুলির উপর আলোকপাত করেছেন। একবিংশ শতাব্দীতে যে রাষ্ট্র যত বেশী বাণিজ্য শস্য উৎপাদন এবং অন্য দেশের আক্রমণ থেকে রক্ষা পাবে। সেই রাষ্ট্রে তত বেশী কোষাগার সমৃদ্ধশালী হবে। কোষাগারের উপর নির্ভর করেই আমেরিকা, ফ্রান্স, রাশিয়া, ইংল্যাণ্ড, জাপান ও সিঙ্গাপুরের মতো রাষ্ট্রগুলি উন্নত ও শক্তিশালী হয়ে উঠেছে।

দন্ড

কৌটিল্যের রাষ্ট্র সম্পর্কিত সপ্তাঙ্গ তত্ত্বের দন্ড বা বলকে বর্তমানে রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে সৈনবাহিনীর সাথে তুলনা করেছেন। স্থায়ী ও শক্তিশালী সৈন্যবাহিনী ছাড়া রাষ্ট্র পরিচালনা করা কার্যত অসম্ভব। কৌটিল্যের মতে সামরিক বাহিনী গঠিত হয় যেমন -- পদাতিক বাহিনী,[১৩] দেশীয় সৈন্য হাতি, ঘোড়া রথ ও নৌকাকে নিয়ে। একটি রাষ্ট্রের শক্তিশালী সেনাবাহিনীর উপর নির্ভর করে দন্ড বা বল বিষয়টি কার্যকরী হয়। একবিংশ শতাব্দীর শক্তিশালী সৈন্য বাহিনীযুক্ত রাষ্ট্রগুলি হল আমেরিকা, রাশিয়া, ফ্রান্স, জার্মানী ও ভারত। সৈন্যবাহিনী নিয়োগের ক্ষেত্রে 'কৌটিল্য'[১৪] সকল জাতি ধর্মের মানুষদের নিয়ে গঠন করার কথা বলেছেন। বর্তমানে ভারত রাষ্ট্রসহ বিশ্বের সমস্ত রাষ্ট্রের ক্ষেত্রেই দেখা যায় সৈন্যবাহিনীর প্রকার ভেদের। যেমন - স্থলবাহিনী, নৌবাহিনী ও বিমানবাহিনী ইত্যাদি। এই সমস্ত

© 2024 সত্য বর. This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND). https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

বিষয়গুলি কিন্তু কৌটিল্য অনেক আগেই তাঁর সপ্তাঙ্গ তত্ত্বের দন্ডের মাধ্যমে রূপদান করেছেন।

মিত্র

কৌটিল্যের সপ্তাঙ্গ নীতির শেষ উপাদান হলো মিত্র বা সুহৃদ। প্রাচীনভারতে কৌটিল্য এই মিত্র নামক ধারনার মাধ্যমে পররাষ্ট্রনীতি বা কূটনীতির বিষয়কে তুলে ধরেছিলেন। তিনি দুই প্রকার মিত্রের কথা বলেছেন -- একটি হল সহজ মিত্র, যাকে বর্তমানে আমরা ভারত রাষ্ট্রের সঙ্গে সোভিয়েত রাশিয়ার বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ককে তুলে ধরতে পারি। আর কৃত্রিম মিত্রতা হল অর্জিত মিত্র যা রাষ্ট্রের প্রয়োজনের জন্য তৈরী করা হয়ে থাকে। উদাহরণ হিসাবে আমরা ফ্রান্স জার্মানী জাপান ইত্যাদি রাষ্ট্রের সাথে ভারতের সম্পর্কে আমরা তুলে ধরতে পারি। আধুনিক রাষ্ট্রে শক্তিশালী মিত্রের উপর (যেটি কৌটিল্য সহজ মিত্রের কথা বলেছেন) নিজ রাষ্ট্রের অনেক কিছু বিষয় নির্ভর করে থাকে। এক্ষেত্রে ভারতের প্রেক্ষিতে একটি উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টিকে উপস্থাপনা করা হল -- যতদিন ভারত রাষ্ট্রের সাথে সোভিয়েত রাশিয়ার মিত্রতা ছিল ততদিন কিন্তু ভারত রাষ্ট্র বিশ্ব বাণিজ্য চুক্তিতে স্বাক্ষর করেনি। ১৯৯১ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের[১৫] ফলে আর্ন্তজাতিক চাপে ভারত বিশ্ব বাণিজ্য চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছে। অর্থাৎ নিজ রাষ্ট্রের শক্তিশালী হওয়ার পাশাপাশি মিত্র রাষ্ট্রেরও শক্তিশালী হওয়ার প্রয়োজন হয়ে থাকে। কৌটিল্য প্রাচীন ভারতে রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য সহজ মিত্রকেই অধিক গুরুত্বপূর্ণ হিসেবেই বিবেচিত করেছেন।

রাষ্ট্রের প্রকৃতি সম্পর্কে কৌটিল্যের সপ্তাঙ্গ তত্ত্বের কার্যকারিতা প্রাসঙ্গিকতা খুবই বর্তমানে অর্থবহ। কৌটিল্য প্রায় ২৫০০ বছর আগে রাষ্ট্রের উপাদান সম্পর্কে যে চিন্তা ভাবে ব্যক্ত করেছিলেন তা কিন্তু একবিংশ শতাব্দীতে আজও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক এবং গুরুত্বপূর্ণ। যার ফলে কিন্তু আমরা কোনোভাবেই তাঁর মহামূল্যবান রাষ্ট্র সম্পর্কিত সপ্তাঙ্গ তত্ত্বের অবদানকে কোনো ভাবেই অস্বীকার করতে পারি না।

REFERENCES

১) মুর্খাজী ভারতী, প্রাচীন ও মধ্যযুগের ভারতবর্ষের রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তা, শ্রীভূমি পাবলিশিং হাউস, পৃষ্ঠা নং- ৫৬

২) তদেব পৃষ্ঠা নং - ৫৭

৩) তদেব পৃষ্ঠা নং - ৫৯

৪) তদেব পৃষ্ঠা নং - ৬০

৫) তদেব পৃষ্ঠা নং -৬০

৬) চক্রবর্তী, সত্যব্রত (সম্পাদনা) ভারতবর্ষ : রাষ্ট্রভাবনা প্রকাশন একুশে, পৃষ্ঠা নং - ১৯

৭) তদেব পৃষ্ঠা নং - ১৫

৮) মুখার্জী, ভারতী, প্রাচীন ও মধ্যযুগের ভারতবর্ষের রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তা, শ্রীভূমি পাবলিশিং হাউস, পৃষ্ঠা নং- ৬১

৯) মুখোপাধ্যায়, অশোককুমার (সম্পাদনায়)- ভারতীয় রাষ্ট্রচিন্তা পরিচয় - পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, পৃষ্ঠা নং- ১৯

১০) মুখার্জী, ভারতী- প্রাচীন ও মধ্যযুগের ভারতবর্ষের রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তা, শ্রীভূমি পাবলিশিং হাউস, পৃষ্ঠা নং - ৬৩

১১) মুখোপাধ্যায়, অশোককুমার (সম্পাদনায়) ভারতীয় রাষ্ট্র চিন্তা পরিচয় - পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ- পৃষ্ঠা নং- ২০

১২) তদেব পৃষ্ঠা নং - ২১

১৩) মহাপাত্র, অনাদিকুমার ও বন্দ্যোপাধ্যায় প্রদ্যুম্ন, ভারতীয় রাষ্ট্রদর্শন - সুহৃদ পাবলিকেশান পৃষ্ঠা নং- ১০৮

১৪) চক্রবর্তী, সত্যব্রত (সম্পাদনা) ভারতবর্ষ : রাষ্ট্রভাবনা, প্রকাশন একুমো, পৃষ্ঠা নং - ১৮

১৫) মুখার্জী, ভারতী- প্রাচীন ও মধ্যযুগের ভারতবর্ষের রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তা, শ্রীভূমি পাবলিশিং হাউস, পৃষ্ঠা নং - ৬৫

Creative Commons (CC) License

This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0) license. This license permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

© 2024 সত্য বর. This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND). https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/